কালের কণ্ঠ

তারিখ 08 APR 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

অর্থমন্ত্রী বললেন

কওমি মাদ্রাসা ভয়ংকর ও বিপজ্জনক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

কওমি মাদ্রাসাগুলোকে 'ভয়ংকর বিপজ্জনক' (টেরিবলি ডেঞ্জারাস) আখ্যায়িত করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এনজিও প্রতিনিধিদের উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর শেরে বাংলানগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধিদের সঙ্গে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় অর্থমন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি জানান, চলতি বছরের বাজেট বরাদ্দ থেকে ১২ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা কমানো হচ্ছে।

এনজিও প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, সরকার প্রতিবছর অনেক অর্থ মাদ্রাসাশিক্ষায় ব্যয় করছে। সেখান থেকে প্রগতিশীল মানুষ তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু কার্যত তা হচ্ছে না। জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, মাদ্রাসায় সরকারের ব্যয়

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক.

কওমি মাদ্রাসা ভয়ংকর ও বিপজ্জনক

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

অনেক কম। মাদ্রাসাশিক্ষায় যে ব্যয় সরকার করছে, এর পুরোটাই যাচ্ছে আলিয়া মাদ্রাসায়। কিন্তু দেশে ২৬ থেকে ২৮ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে, সেগুলো সরকারের অর্থ নেয় না। তারা সরকারের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছে। তাদের বিষয়ে সরকারের কিছু করার নেই। তবে তাদের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

আলিয়া মাদ্রাসার বিষয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আমি নিজে আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাস দেখেছি। তারা আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। হাদিসের পাশাপাশি অঙ্ক, পদার্থবিদ্যাসহ আধুনিক বিষয়গুলো পড়ানো হয় সেখানে।'

আলোচনা সভায় মন্ত্রী জানান, চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের দুই লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ থেকে ১২ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা কমানো হচ্ছে। তিনি বলেন, সংশোধিত বাজেটের আকার হবে দুই লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। তিনি আরো বলেন, জানুয়ারি পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ হবে বলে যে আশা করা হয়েছিল, সেটি আর হবে না। তবে এরপরও প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপরে হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রাক-বাজেট আলোচনায় অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বক্তব্য দেন।

এনজিও প্রতিনিধিরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ শুরু হয়েছে, এটা এখন বাস্তবতা। এটির কারণে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হবে না। আর রূপপুর পারমাণবিক স্থাপনার কাজ শুরুর পর্যায়ে, এটি নিয়ে উদ্বেগের পর্যায়ে এখনো আমরা পৌঁছাইনি।'

শিক্ষার হার বাড়ছে; কিন্তু চাকরিতে বেতন সে হারে বাড়ছে না—এমন অভিযোগের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অনেক উন্নত দেশেই এমন অবস্থা রয়েছে। বইয়ের ওপর থেকে কর প্রত্যাহারের আহ্বানের জবাবে তিনি বলেন, সব বইয়ের ওপর কর নেই। বিশেষ বিশেষ বইয়ের ওপর কর রয়েছে এবং এটা ঠিক আছে।

মুক্ত আলোচনায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান জানান এনজিও প্রতিনিধিরা। নিজেরা করির প্রধান নির্বাহী খুশী কবির বলেন, দেশে অনেক খাসজমি রয়েছে, যা বরাদ্দ করায় নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, বাজেটের ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। সিটি করপোরেশনের বাইরের এলাকায় স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি। পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (পবা) চেয়ারম্যান আবু নাছের খান বলেন, নদী রক্ষায় পিলার বসানোর কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। পবার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম বলেন, দুর্নীতির কারণে দেশে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। নদী রক্ষায় নদী কমিশন হয়েছে; কিন্তু তারা কাজ করছে না। আগামী বাজেটে নারীদের জন্য পৃথক ব্যাংক গঠনে বরাদ্দ দেওয়ার আহ্বান জানান গ্রিন ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক এরোমা দত্ত। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিচালক আকলিমা খাতুন বলেন, শহরের বাইরে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবার জন্য বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব চুলা গ্রামাঞ্চলে বিস্তারের জন্য সরকারি সহায়তা প্রয়োজন। নগর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, শহর এলাকায় দরিদ্রের হার ২১ শতাংশ আর অতিদরিদ্র ৭.৭ শতাংশ। ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলোতে ৫০ লাখ দরিদ্র লোক রয়েছে। আগামী বাজেটে তাদের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। নগরের বস্তি এলাকার শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনা এবং বস্তির নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান তিনি।